PHILOSOPHY ADVANCED.
B.A. 3rd YEAR HONOURS.

Hospers - শাব্দিক ও প্রদর্শনমূলক সংজ্ঞা :-

শব্দের সংজ্ঞা বা অর্থকরণ দুইভাবে হতে পারে। যথা - (১) অন্য শব্দ ব্যবহার করে যাকে বলে শাব্দিক সংজ্ঞা। (২) কোনো শব্দ ব্যবহার না করে যাকে বলে প্রদর্শক সংজ্ঞা। সাধারণভাবে কোনো শব্দের সংজ্ঞায় সেই শব্দ ঘটিত বস্তুর লক্ষণ বা লক্ষণ ধর্মের কথা বলতে হয় । যেমন - মানুষ শব্দটির সংজ্ঞায় মানুষের যে লক্ষণধর্ম জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি তার উল্লেখ করে বলতে হয় "মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্নজীব"। শব্দের সংজ্ঞায় সাধারণত ওই শব্দটির পরিবর্তে এক বা একাধিক সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়, যাতে মূল শব্দটির অর্থান্তর না হয়। সংজ্ঞা দেওয়ার পদ্ধতি হল নিকটতম জাতি ও বিভেদক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়। মানুষের নিকটতম জাতি হল 'জীব' আর তার বিভেদক বৈশিষ্ট্য হল 'বুদ্ধিবৃত্তি'। মানুষ পদের সংজ্ঞায় এই দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলে সংজ্ঞাটি হবে 'মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্নজীব'। এই প্রকার সংজ্ঞাকে বলে শাব্দিক সংজ্ঞা অর্থাৎ এই প্রকার সংজ্ঞায় এক শব্দের সংজ্ঞায় অন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শব্দের অর্থকে স্পষ্ট করে নির্দেশ করাটাই যদি সংজ্ঞার প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহলে শাব্দিক সংজ্ঞাই একমাত্র সংজ্ঞা নয়।

এমন কতগুলি মৌলিক অভিজ্ঞতা বিষয়ক শব্দ আছে। যাদের শাব্দিক সংজ্ঞা হয় না। যেমন - লাল, হলুদ, ব্যাথা, ভালোবাসা ইত্যাদি এইসব ক্ষেত্রে শব্দবোধিত বিষয়টি ব্যক্তিকে দেখিয়ে অনুরূপ অভিজ্ঞতা তার মধ্যে জাগ্রত করে শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট করতে হয়। এই জাতীয় সংজ্ঞাকে বলে প্রদর্শক সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞা কেবল শিশুর ভাষা শেখার ক্ষেত্রেই অপরিহার্য নয়। সরল অভিজ্ঞতাজ্ঞাপক শব্দগুলির শাব্দিক সংজ্ঞা হয় না। এদের কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই সম্ভব।

দৃষ্টান্ত প্রদর্শক সংজ্ঞাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক সংজ্ঞা। শব্দের অর্থকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যদি সংজ্ঞার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে মানতে হয় যে প্রদর্শক সংজ্ঞাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক। ভাষা শিক্ষার সূচনায় শাব্দিক সংজ্ঞা সম্ভব নয়, কেননা সেই সময় শিশুর কোনো শব্দজ্ঞান থাকে না। এই অবস্থায় অর্থাৎ শিশুর যখন কোনো শব্দজ্ঞান থাকে না, শিশুকে কোনো শব্দের অর্থ বোঝাতে হলে প্রদর্শক সংজ্ঞার সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। যেমন - 'বিড়াল' শব্দটির অর্থ বোঝানোর জন্য শিশুকে এমন বলা যাবে না যে, "বিড়াল হলো এক চতুষ্পদী লোমশ প্রাণী যা মিউ মিউ করে □াকে"। এমন বলা যাবে না কেননা শিশুটি চতুষ্পদী, লোমশ প্রাণী ইত্যাদি শব্দের অর্থ জানে না। শিশুটিকে বিড়াল শব্দটির অর্থ বোঝাবার একমাত্র উপায় হলো একটি বিড়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে কেবল 'বিড়াল' শব্দটি উল্লেখ করা। এর দ্বারা শিশুকে বোঝানো যাবে - এটা বিড়াল বা একেই বলে বিড়াল। এভাবেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশু চেয়ার, টেবিল, ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝতে শেখে। এইভাবেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শক সংজ্ঞার মাধ্যমেই শিশুর ভাষা জ্ঞানের সূচনা হয়। এই রকম সংজ্ঞাকেই সকল সংজ্ঞার মূল বা ভিত্তিরুপে গণ্য করা হয়।

যার কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই সম্ভব এমন কোনো শব্দ আছে কীনা এই প্রশ্নটি বিতর্কিত। এমন কিছু শব্দ আছে যাদের কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই সম্ভব। অনেক সরল ও অবিশ্লেষ্য অভিজ্ঞতা সূচক বা আবেগ সূচক শব্দ যেমন - লাল, ভয়, লাভ, ভালোবাসা ইত্যাদি শব্দগুলির শাব্দিক সংজ্ঞা হয় না।

এগুলির কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই দেওয়া যায়। লাল রং কে সরাসরি দেখিয়ে এবং দৈহিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে লাভ, ভয়, ভালোবাসা ইত্যাদিকে পরোক্ষভাবে দেখিয়ে। কিন্তু কেউ কেউ এই মতের বিরুদ্ধে বলেন কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই হয় এমন কোনো শব্দ নেই তাদের মতে সব শব্দেরই শাব্দিক সংজ্ঞা সম্ভব। যেমন – আলোক তরঙ্গের আকার ও পরিসরের উল্লেখ করে লাল শব্দটির শাব্দিক সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায় – "লাল হলো এমন এক রং যার মূলে আছে বিশেষ আকারের বা পরিসরের আলোক তরঙ্গ"। তেমনি ভয় বা রাগ হলো "এমন এক মানসিক অবস্থা যার মূলে হচ্ছে বিশেষ রকমের স্নায়বিক উত্তেজনা" ।

কিন্তু এভাবে এদের সংজ্ঞা দিলে ওইসবের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলা যায় না, শুধুমাত্র তথ্য পরিবেশন করা হয়। এগুলি কোনো সংজ্ঞা সূচক ধর্ম নয়, এগুলি সহগামী ধর্ম। সুতরাং আমাদের বলতে হয় সহগামী ধর্মের উল্লেখ করে কোনো শব্দের সংজ্ঞা দিলে সংজ্ঞাটি গ্রহণযোগ্য হবে না। যে লাল ভয় ভালোবাসা ইত্যাদি সরল অভিজ্ঞতাজ্ঞাপক শব্দের কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই সম্ভব।

১। (ক) শাব্দিক ও প্রদর্শনমূলক সংজ্ঞার পার্থক্য।

(খ) প্রদর্শনমূলক সংজ্ঞা সর্বাপেক্ষা মৌলিক সংজ্ঞা কেন তা ব্যাখ্যা কর।

(গ) এমন শব্দ আছে কী যার কেবল প্রদর্শনমূলক সংজ্ঞাই দেওয়া যায় ? দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করো। ৬+৬+৪

ans-(ক) শব্দের সংজ্ঞা বা অর্থকরণ দুইভাবে হতে পারে। যথা – (১) অন্য শব্দ ব্যবহার করে যাকে বলে শাব্দিক সংজ্ঞা। (২) কোনো শব্দ ব্যবহার না করে যাকে বলে প্রদর্শক সংজ্ঞা। সাধারণভাবে কোনো শব্দের সংজ্ঞায় সেই শব্দ ঘটিত বস্তুর লক্ষণ বা লক্ষণ ধর্মের কথা বলতে হয় । যেমন – মানুষ শব্দটির সংজ্ঞায় মানুষের যে লক্ষণধর্ম জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি তার উল্লেখ করে বলতে হয় "মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্নজীব"। শব্দের সংজ্ঞায় সাধারণত ওই শব্দটির পরিবর্তে এক বা একাধিক সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়, যাতে মূল শব্দটির অর্থান্তর না হয়। সংজ্ঞা দেওয়ার পদ্ধতি হল নিকটতম জাতি ও বিভেদক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়। মানুষের নিকটতম জাতি হল 'জীব' আর তার বিভেদক বৈশিষ্ট্য হল 'বুদ্ধিবৃত্তি'। মানুষ পদের সংজ্ঞায় এই দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলে সংজ্ঞাটি হবে 'মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্নজীব'। এই প্রকার সংজ্ঞাকে বলে শাব্দিক সংজ্ঞা অর্থাৎ এই প্রকার সংজ্ঞায় এক শব্দের সংজ্ঞায় অন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শব্দের অর্থকে স্পষ্ট করে নির্দেশ করাটাই যদি সংজ্ঞার প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহলে শাব্দিক সংজ্ঞাই একমাত্র সংজ্ঞা নয়।

এমন কতগুলি মৌলিক অভিজ্ঞতা বিষয়ক শব্দ আছে। যাদের শাব্দিক সংজ্ঞা হয় না। যেমন – লাল, হলুদ, ব্যাথা, ভালোবাসা ইত্যাদি এইসব ক্ষেত্রে শব্দবোধিত বিষয়টি ব্যক্তিকে দেখিয়ে অনুরূপ অভিজ্ঞতা তার মধ্যে জাগ্রত করে শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট করতে হয়। এই জাতীয় সংজ্ঞাকে বলে প্রদর্শক সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞা কেবল শিশুর ভাষা শেখার ক্ষেত্রেই অপরিহার্য নয়। সরল অভিজ্ঞতাজ্ঞাপক শব্দগুলির শাব্দিক সংজ্ঞা হয় না। এদের কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই সম্ভব।

(খ) দৃষ্টান্ত প্রদর্শক সংজ্ঞাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক সংজ্ঞা। শব্দের অর্থকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যদি সংজ্ঞার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে মানতে হয় যে প্রদর্শক সংজ্ঞাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক। ভাষা শিক্ষার সূচনায় শাব্দিক সংজ্ঞা সম্ভব নয়, কেননা সেই সময় শিশুর কোনো শব্দজ্ঞান থাকে না। এই অবস্থায় অর্থাৎ শিশুর যখন কোনো শব্দজ্ঞান থাকে না, শিশুকে কোনো শব্দের অর্থ বোঝাতে হলে প্রদর্শক সংজ্ঞার সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। যেমন – 'বিড়াল' শব্দটির অর্থ বোঝানোর জন্য শিশুকে এমন বলা যাবে না যে, "বিড়াল হলো এক চতুষ্পদী লোমশ প্রাণী যা মিউ মিউ করে □াকে"। এমন বলা যাবে না কেননা শিশুটি চতুষ্পদী, লোমশ প্রাণী ইত্যাদি শব্দের অর্থ জানে না। শিশুটিকে বিড়াল শব্দটির অর্থ বোঝাবার একমাত্র উপায় হলো একটি বিড়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে কেবল 'বিড়াল' শব্দটি উল্লেখ করা। এর দ্বারা শিশুকে বোঝানো যাবে – এটা বিড়াল বা একেই বলে বিড়াল। এভাবেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশু চেয়ার, টেবিল, ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝতে শেখে। এইভাবেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শক সংজ্ঞার মাধ্যমেই শিশুর ভাষা জ্ঞানের সূচনা হয়। এই রকম সংজ্ঞাকেই সকল সংজ্ঞার মূল বা ভিত্তিরুপে গণ্য করা হয়।

(গ) যার কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই সম্ভব এমন কোনো শব্দ আছে কীনা এই প্রশ্নটি বিতর্কিত। এমন কিছু শব্দ আছে যাদের কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই সম্ভব। অনেক সরল ও অবিশ্লেষ্য অভিজ্ঞতা সূচক বা

আবেগ সূচক শব্দ যেমন – লাল, ভয়, লাভ, ভালোবাসা ইত্যাদি শব্দগুলির শাব্দিক সংজ্ঞা হয় না। এগুলির কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই দেওয়া যায়। লাল রং কে সরাসরি দেখিয়ে এবং দৈহিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে লাভ, ভয়, ভালোবাসা ইত্যাদিকে পরোক্ষভাবে দেখিয়ে। কিন্তু কেউ কেউ এই মতের বিরুদ্ধে বলেন কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই হয় এমন কোনো শব্দ নেই তাদের মতে সব শব্দেরই শাব্দিক সংজ্ঞা সম্ভব। যেমন – আলোক তরঙ্গের আকার ও পরিসরের উল্লেখ করে লাল শব্দটির শাব্দিক সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায় – "লাল হলো এমন এক রং যার মূলে আছে বিশেষ আকারের বা পরিসরের আলোক তরঙ্গ"। তেমনি ভয় বা রাগ হলো "এমন এক মানসিক অবস্থা যার মূলে হচ্ছে বিশেষ রকমের স্নায়বিক উত্তেজনা" ।

কিন্তু এভাবে এদের সংজ্ঞা দিলে ওইসবের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলা যায় না, শুধুমাত্র তথ্য পরিবেশন করা হয়। এগুলি কোনো সংজ্ঞা সূচক ধর্ম নয়, এগুলি সহগামী ধর্ম। সুতরাং আমাদের বলতে হয় সহগামী ধর্মের উল্লেখ করে কোনো শব্দের সংজ্ঞা দিলে সংজ্ঞাটি গ্রহণযোগ্য হবে না। যে লাল ভয় ভালোবাসা ইত্যাদি সরল অভিজ্ঞতাজ্ঞাপক শব্দের কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই সম্ভব।